



যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসছেন

উদ্ঘাটন দ্য এন্ড টাইমস

সত্য শিক্ষা

মেডিসিন সি: একটি সংগঠিত গণহত্যা

উৎস ও যোগাযোগ:

ওয়েবসাইট: <https://www.mcreveil.org>

ই-মেইল: mail@mcreveil.org

যীশু খ্রীষ্ট সত্য ঈশ্বর এবং শাস্ত জীবন

কিন্তু হে দানিয়াল, তুমি শেষকাল পর্যন্ত এই সব কালাম বন্ধ করে রাখ, এই কিতাব
সীলমোহর করে রাখ; অনেকে ইতস্তত ধাবমান হবে এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হবে।
দানিয়েল 12:4

তিনি কহিলেন, হে দানিয়েল, তুমি প্রশ্ন কর, কেননা শেষকাল পর্যন্ত এই বাক্য সকল
রুদ্ধ ও মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে। অনেকে আপনাদিগকে পরিষ্কৃত ও শুদ্ধ করিবে এবং
পরীক্ষাসিদ্ধ হইবে, কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টাচরণ করিবে, আর দুষ্টদের মধ্যে কেহ বুঝিবে না;
কেবল বুদ্ধিমানেরাই বুঝিবে। দানিয়েল 12:9-10

এই শিক্ষাটি পড়া শুরু করার আগে,
নিম্নলিখিত প্রশ্নে কয়েক মুহূর্তের জন্য ধ্যান করুন:

কোথায় আপনি আপনার অনন্তকাল ব্যয় হবে?

স্বর্গে?

অথবা

জাহান্নামে?

জাহান্নাম বাস্তব, এবং এটি শাস্ত।
এটা সম্পর্কে চিন্তা করুন!

পড়া উপভোগ করুন! ঈশ্বর যেন তোমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন!

সতর্কীকরণ

এই বইটি বিনামূল্যে এবং কোনোভাবেই বাণিজ্যের উৎস হতে পারে না।

আপনি আপনার প্রচারের জন্য, বা বিতরণের জন্য, বা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার সুসমাচারের জন্য এই বইটি অনুলিপি করতে পারেন, তবে শর্ত থাকে যে এর সামগ্রীটি কোনওভাবেই সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয় না এবং ওয়েবসাইটটি mcreveil.org, উত্স হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়।

ধিক্ তোমাদের, শয়তানের লোভী এজেন্টরা, যারা এই শিক্ষা ও সাক্ষ্যগুলো বাজারজাত করার চেষ্টা করবে!

দুর্ভাগ্য আপনার প্রতি, শয়তানের পুত্ররা যারা ওয়েবসাইটের ঠিকানা গোপন করার সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় এই শিক্ষা এবং সাক্ষ্যগুলি প্রকাশ করতে পছন্দ করে www.mcreveil.org, বা তাদের বিষয়বস্তুকে মিথ্যা প্রমাণ করে!

জেনে রেখো যে, তোমরা মানুষের বিচার ব্যবস্থা থেকে পালাতে পারবে, কিন্তু তোমরা অবশ্যই ঈশ্বরের বিচার থেকে রেহাই পাবে না।

সাপ, বিষধর সাপের বংশধর! কি করে তোমরা ঈশ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাবে? তোমরা দোষী প্রমাণিত হবে ও নরকে যাবে। ম্যাথু 23: 33।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,

এই বই নিয়মিত আপডেট করা হয়। আমরা আপনাকে www.mcreveil.org সাইট থেকে আপডেট সংস্করণ ডাউনলোড করার পরামর্শ দিই।

আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে এই শিক্ষাটি ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় লেখা হয়েছিল। এবং যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে এটি উপলব্ধ করার জন্য, আমরা অন্যান্য ভাষায় এটি অনুবাদ করার জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করেছি।

আপনি যদি আপনার ভাষায় অনুবাদ করা পার্শ্ব্যে কোনও ত্রুটি সনাক্ত করেন তবে দয়া করে আমাদের অবহিত করতে দ্বিধা করবেন না যাতে আমরা তাদের সংশোধন করতে পারি। এবং যদি আপনি ঈশ্বরকে সন্মান করতে চান এবং আপনার ভাষায় শিক্ষাগুলি অনুবাদ করে ঈশ্বরের কাজকে এগিয়ে নিতে চান তবে নির্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ভাল পড়া!

সূচীপত্র

সতর্কীকরণ.....	3
1- ভূমিকা.....	5
2- ডঃ হামেরের: সবার বিরুদ্ধে এক	5
3- উপসংহার.....	12
আমন্ত্রণ	15

মেডিসিন সি: একটি সংগঠিত গণহত্যা

(আপডেট করা হয়েছে 06 18, 2024)

1- ভূমিকা

প্রিয় ভাই ও প্রিয় বন্ধুরা, আমরা সি মেডিসিনের বিপজ্জনকতা সম্পর্কে অতীতে আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়া গল্পগুলির মতো আরও একটি গল্প আপনার কাছে রাখতে চাই। সি মেডিসিন অভিব্যক্তি অনুসন্ধান করতে চিকিৎসা অভিধানে গিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। আপনি কোনও খুঁজে পাবেন না। সি মেডিসিন কেবল এই ওষুধ যা আপনাকে স্বৈচ্ছায়, সচেতনভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, যা আপনাকে নিরাময়ের ধারণা দেয়। এই ঔষধই শয়তানের এজেন্টরা যারা পৃথিবী শাসন করে, তারা তাদের অন্ধকার এবং অশুভ স্বার্থ পূরণের জন্য সারা বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেয়। নৈতিকতার জন্য, এই অপরাধীরা এই ওষুধটিকে "প্রচলিত ঔষধ" এর প্রতারণামূলক লেবেল দেয়, যেখানে আসল লেবেলটি "রাসায়নিক ওষুধ" বা "ক্রিমিনাল মেডিসিন" হওয়া উচিত। আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন সি মেডিসিন কী। হ্যাঁ, আপনি বুঝতে পেরেছেন, সি প্রচলিত হিসাবে, সি রাসায়নিক হিসাবে, সি অপরাধী হিসাবে।

আমরা নীচে যে গল্পটি প্রস্তাব করছি তা হ'ল একজন ডাক্তার যার বিশ্বের সমস্ত সমস্যা রয়েছে, কারাগার থেকে শুরু করে মেডিকেল রেজিস্টার থেকে অপসারণ পর্যন্ত। তার ভুল টি ছিল নির্বোধভাবে বিশ্বাস করা যে প্রচলিত ওষুধরোগীদের নিরাময়ের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। তার অপরাধ হল ক্যান্সার নিরাময়ের দিকে কাজ করা, এবং তার দুর্ভাগ্য হ'ল তার কাছে আসা সমস্ত ক্যান্সার রোগীদের নিরাময় করতে সঠিকভাবে সফল হওয়া, তার সহজ এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে, এইভাবে অনেক গ্রাহকের ফার্মাসিউটিক্যাল কার্টেল থেকে জেনোসাইডাল কে বঞ্চিত করে।

জার্মান ডাক্তার রাইক গির্ড হামার, কারণ তিনি এক আমরা যে বিষয়ে কথা হয়, আবিষ্কার করেছেন যে ক্যান্সার নিরাময় করা যেতে পারে, এবং অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা তার আবিষ্কার প্রদর্শন করেছে। তিনি তার ক্যান্সার রোগীদের সমস্ত কেমোথেরাপি, সমস্ত রেডিওথেরাপি এবং সমস্ত অস্ত্রোপচার বন্ধ করার পরামর্শ দিতে এত দূর গিয়েছিলেন এবং তিনি তার পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সবাইকে কার্যত সুস্থ করে দিয়েছিলেন। আমরা আপনাকে নীচের আখ্যানের মাধ্যমে তার গল্প আবিষ্কার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যা আসলে চলচ্চিত্র পরিচালক জঁ-জ্যাক ফ্রেভেকোয়ের সম্মানে চিত্রায়িত তথ্যচিত্র "সিউল কনট্রে টুস" (ওয়ান এগেইনস্ট অল) এর প্রতিলিপি। গল্পটি দুটি অংশে রয়েছে।

2- ডঃ হামেরের: সবার বিরুদ্ধে এক

কারাগার ফ্লেউরি মেরোগিস (প্যারিস অঞ্চল), জানুয়ারী 2006। ইউরোপের বৃহত্তম কারাগার। গড়ে 6000 বন্দী সেখানে থাকে। এটা বলা উচিত: 6000 বন্দী পচে যাচ্ছে। অনেক সময়, এই কারাগারকে তার অমানবিক আটকের অবস্থার জন্য দায়ী করা হয়েছে। এই কারাগারের নরকের কেন্দ্রস্থলে, 16 মাস ধরে, একজন ব্যক্তি প্রতিদিন সবচেয়ে খারাপ অপমানভোগ করে, রক্ষী এবং বন্দীদের কাছ থেকে হয়রানি; উৎপীড়ন, গালিগালাজ, ফরাসি ভাষা সম্পর্কে তার জ্ঞানের অভাব সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্যের কথা উল্লেখ না করা। তুমি কি চাও? এটি একটি জার্মান, একটি "বোচে" যেমনটি ফ্রান্সে উল্লেখ করা হয়।

এই লোকটি, উচ্চ নিরাপত্তা জেলায় রাখা এই "অপরাধী" কে হামেরের, ডঃ হামেরের বলা হয়। হামেরের, তার মানে হাতুড়ি। ডঃ হাতুড়ি, তাকে নিয়ে মজা করার আরেকটি সুযোগ। কয়েক মাসের মধ্যে, 2006 সালের মে মাসে, তার বয়স হবে 71 বছর। তার অপরাধ, যার জন্য তিনি অর্থ প্রদান করেন তা সঠিক এবং যথাযথ, তা হ'ল তার লেখার মাধ্যমে ওষুধের "অবৈধ" অনুশীলনকে উস্কে দেওয়া। যাই হোক, এটি তার বিচারের আদেশে লেখা আছে।

বাস্তবে, তার দোষ হল ঘোষণা করা যে ক্যান্সার নিরাময় করা যেতে পারে এবং লড়াই করা যায় না। সমস্যাটি হ'ল তিনি এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছেন। তার মূর্খতা, কারণ এটি করার জন্য আপনাকে হ্যামার হতে হবে, তার ক্যান্সার রোগীদের তাদের ভয়ানক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমস্ত কেমোথেরাপি, সমস্ত রেডিওথেরাপি, অন্য টিতে সমস্ত অস্ত্রোপচার বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া। আরেকটি সমস্যা হ'ল তিনি তাদের সবাইকে কার্যত সুস্থ করে দিয়েছেন। তার অসচেতনতা পুরো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং মেডিকেল-ফার্মাসিউটিক্যাল লবি'র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সত্য। আরেকটি সমস্যা হ'ল, তিনি একাই ব্যাখ্যা করেছিলেন যে চিকিৎসা গবেষণায় কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও হাজার হাজার গবেষক কী উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

1981 সাল থেকে, 25 বছর ধরে, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, সমস্ত আসাব্যক্তির বিরুদ্ধে, "আইনার গেগেন অ্যালে" যেমনটি তিনি 2004 সালে কারাগারে প্রবেশের ঠিক আগে প্রকাশিত তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, **সবার বিরুদ্ধে একটি...**

সবার বিরুদ্ধে একটি, এবং তবুও 2005-2006 সালের শীতকালে, 3 জন মহিলা তার কারাগারের প্রবেশপথে তাদের ক্যারান্টিন স্থাপন করে প্রতিদিন সকালে ফ্লেউরি মেরোগিসের রফী ও সুপারভাইজারদের লিফলেট বিতরণ করে। সময়ে সময়ে, তারা প্যারিসের হৃদয়ে ফিরে আসে, ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু একজন বিপজ্জনক প্রতারকের ভাগ্য কীভাবে সারা বিশ্বের জন্য কোনও আগ্রহের বিষয় হতে পারে? "ন্যায়বিচার তার কাজ করেছে, পরিষ্কার থাকুন, দেখার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

সবার বিরুদ্ধে একটি, এবং তবুও 18 মাসের মধ্যে, সেপ্টেম্বর 2004 থেকে ফেব্রুয়ারি 2006 এর মধ্যে, তার মুক্তির তারিখ, কয়েক হাজার সাক্ষ্যপত্র, সমর্থন এবং প্রতিবাদের চিঠি অনেক নেতা এবং রাজনীতিবিদদের, বিশেষ করে ফরাসি এবং জার্মানদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

সবার বিরুদ্ধে একটি, এবং তবুও ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, জার্মানির সর্বত্র ডঃ হামেরের কাজ এবং তার মুক্তির পক্ষে সমর্থনের বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এখানে স্টুটগার্টের কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত আপার বাভারিয়ার একটি জার্মান শহর টুয়েবিঙ্গে, একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ যা তার উদ্ধৃত নিশ্চিততার সাথে একটি বৈজ্ঞানিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চায়। একটি ডাউন-টু-আর্থ ঘটনা যা তথ্যের চরম সহিংসতার সাথে বৈপরীত্য পূর্ণ, যা 25 বছর ধরে দায়মুক্তি নিয়ে চলছে। সেদিন তারা সারা জার্মানি থেকে, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইতালি এবং ফ্রান্স থেকে টুয়েবিঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে এসেছিল। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন মেডিকেল ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিস্ট, ন্যাচারোপ্যাথ, সাইকোথেরাপিস্ট, কিন্তু অনেক রোগী যারা ডঃ হামেরের কাজের কারণে স্বাভাবিকভাবে তাদের ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এখানে সেখানে, বাবা এবং মায়েরা নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের জন্য থেরাপিউটিক পছন্দগুলির স্বাধীনতা দাবি করে। তাদের দাবি, নিউ জার্মানিক মেডিসিনের সরকারী স্বীকৃতি, ডঃ হামেরের কাজের ফলে সৃষ্ট তত্ত্ব।

ইতিহাসে এই প্রথম নয় যে একজন বিজ্ঞানী তার যুগের বিশ্বাস এবং স্বার্থকে বিপর্যস্ত করে এমন তত্ত্বসমূহের জন্য নির্যাতিত হয়েছেন। তার অনেক সহানুভূতিশীলদের জন্য, হামেরের কেস টি ক্ষিপ্তভাবে তাদের আরেকটি মামলার কথা মনে করিয়ে দেয় যা সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মনে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এটা ছিল 1633 সালে, হামেরের মামলার 350 বছর আগে।

যাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তার নাম ছিল গ্যালিলিও গ্যালিলি। তখন মহাবিশ্বের ধারণাটি এরিস্টোটলের (384-322 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রাকৃতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল যা পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রে রেখেছিল। এটা খ্রীস্টের আগে চতুর্থ শতাব্দীতে ছিল। পরবর্তীতে, টলেম (90-168) ২য় শতাব্দীতে প্রস্তাব করেন, যা সৌরজগতের একটি ভূকেন্দ্রিক মডেল। এই মডেলটি 1400 বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমা এবং আরব বিশ্বে একটি রেফারেন্স হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। এমনকি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, একটি খুব জটিল মডেলের সৌজন্যে, কেন বেশিরভাগ গ্রহের আপাতদৃষ্টিতে পশ্চাদগামী গতিবিধি ছিল। এই ভূকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি খ্রিস্টান বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে

রোমের পাদ্রীরা সমর্থন করেছিল। যাই হোক না কেন, ট্রেন্ট কাউন্সিল 1550 এর দশকের আশেপাশে ডিক্রি করেছিল যে বৈজ্ঞানিক ফলাফলের ব্যাখ্যা শুধুমাত্র গির্জার উপর দায়িত্বযুক্ত। উপরন্তু, পোপ সেই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, জেসুইটদ্বারা পরিচালিত রোমান কলেজ, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার একচেটিয়া জন্য দায়ী করেছিলেন। তবুও এই ভূকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণের বাস্তবতায় কম বেশি আটকে ছিল যা আরও অসংখ্য হয়ে উঠছিল। তার মধ্যে সৌরদাগের গতিবিধি, চাঁদ ও শুক্রের পর্যায়, বৃহস্পতির উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ। এই সমস্ত আর ভূ-কেন্দ্রিকতার তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে না।

কাউন্সিল অফ ট্রেন্ট হিসাবে একই সময়ে, কোপারনিকাস, একজন ক্যানন, ডাক্তার এবং পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী সৌরজগতের একটি হেলিওকেন্দ্রিক মডেল প্রস্তাব করেন। এই মডেলটি গ্রহগুলির আপাত গতির ব্যাখ্যাগুলি ব্যাপকভাবে সরল করার বিশাল সুবিধা পেয়েছিল। কিন্তু কোপারনিকাস সতর্ক ছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর মৃত্যুশয্যা ছাড়া তাঁর কাজগুলো প্রকাশ না করেন, তিনি ভালভাবেই জানতেন যে তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করবে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক শক্তি। রোম শুধুমাত্র তার তত্ত্বকে একটি কার্যকরী অনুমান হিসাবে গ্রহণ করতে ভুল করেনি, এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে নয়।

60 বছর পর স্টুটগার্ট অঞ্চলের জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার কোপারনিকাসের হেলিওকেন্দ্রিক তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং নিশ্চিত করেন। তার জন্য, গ্রহগুলি কেবল সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হয়নি, তবে তিনি গণনা করেছিলেন যে তাদের গতিপথ বৃত্তাকার নয়, কিছুটা উপবৃত্তাকার। কেপলারের আইনগুলি এতটাই সুনির্দিষ্ট ছিল যে পরে তারা সার্বজনীন মাধ্যাকর্ষণের উপর নিউটনের তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল, তত্ত্বগুলি এখনও একবিংশ শতাব্দীতে বৈধ। কিন্তু কেপলারেরও তার আবিষ্কারের ব্যাপারে বিচক্ষণ থাকার বিচক্ষণতা ছিল।

একই সময়ে, গ্যালিলিও (1564-1642) নামে ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলারের মতো ধ্রুপদী যান্ত্রিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। একই আন্দোলনে, তিনি কোপারনিকাস এবং কেপলারের কাজের একগুঁয়ে প্রতিরক্ষায় নিজেকে শরীর এবং আত্মা নিয়োজিত করেন। এই মনোভাবই তাঁর কাছে মারাত্মক ছিল।

আমরা 60 এর দশকের শেষে টুয়েবিঞ্জে আছি। সেই সময়, গির্ড হামেরের জার্মানির অন্যতম বিখ্যাত অক্সালজিস্ট। মহিলাদের ক্যাম্পারে বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অক্সালজি বিভাগের প্রধান, তিনি সারা ইউরোপ থেকে মহিলাদের গ্রহণ করেন। সৃজনশীল প্রতিভা, তিনি একটি বৈপ্লবিক স্ক্যালপেল সহ চিকিৎসা আবিষ্কারের জন্য বেশ কয়েকটি পেটেন্ট দায়ের এখনও কসমোটিক সার্জারিতে ব্যবহৃত হয়। তার জন্য সবকিছু কাজ করে, সে অত্যন্ত ধনী; তিনি তার রোগী এবং তার সমবয়সীদের দ্বারা স্বীকৃত; তিনি তার স্ত্রী সিগ্রিড, এছাড়াও একজন ডাক্তার এবং তাদের চার সন্তানের সাথে একটি সুখী জীবন যাপন করেন।

এক দশক বা তারও পরে, সুখ এবং সাফল্যের এই জীবন হঠাৎ পরিবর্তিত হয়। তার 19 বছর বয়সী ছেলে ডির্ক তার বড় বোন বিরগিট এবং কয়েকজন বন্ধুর সাথে শান্তিপূর্ণ ছুটি কাটিয়েছে। 1978, সালের 17 থেকে 18 আগস্ট রাতে কর্সিকার উপকূলের কাভালো দ্বীপে ইতালির শেষ রাজার পুত্র সাভোয়ের রাজকুমার ভিক্টর-ইমানুয়েলের ছোড়া বুলেটের আঘাতে তিনি ফেমোরাল ধমনীতে এবং পেটে গুরুতর ভাবে আহত হন। সাভোয়ের ভিক্টর ইমানুয়েলকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে 6 সপ্তাহের জন্য কর্সিকা আজাকিওর একটি কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তার স্বাক্ষরিত একটি দোষী আবেদন সত্ত্বেও, ইতালির রাজকুমার তার কাজের জন্য এর পরে কখনও নিন্দা করা হবে না। এদিকে, ডির্কক্লিনিক্যালি মৃত অবস্থায় জরুরী যত্নে ভর্তি হয়েছেন। পুনরুজ্জীবনের পরে, একটি অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে, এবং রক্তপাত বন্ধ করার জন্য প্রথম অপারেশন, তারা তার ডান পা কেটে ফেলতে বাধ্য হয়। 110 দিনের দুর্ভোগ এবং 19 টি অস্ত্রোপচারের পর, ডির্ক 1978 সালের 7 ডিসেম্বর হাইডেলবার্গ হাসপাতালে তার বাবার কোলে মারা যান। ডঃ গিয়ার্ড হামেরের বয়স 43 বছর। তিনি এই দিনটিকে তার জীবনের অন্ধকারতম হিসাবে বর্ণনা করবেন। সিগ্রিড তার মতোই বিধ্বস্ত। তারা সবেমাত্র তাদের সবচেয়ে মূল্যবান যা ছিল তা হারিয়েছে: তাদের মাংসের মাংস।

তিন মাস পরে, গির্ড টেস্টিকুলার ক্যাম্পারে আক্রান্ত হন এবং সিগ্রিড ডিম্বাশয়ের ক্যাম্পারে আক্রান্ত হন। দ্রুত দুটি অস্ত্রোপচার করার পরে, গির্ড আবার কাজ শুরু করে। তার জন্য, তার স্ত্রী এবং তার মধ্যে একই ক্যাম্পারের

চেহারা কাকতালীয় নয়। এটি অবশ্যই তাদের সন্তানের আকস্মিক ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। সেখান থেকে, পদ্ধতিগতভাবে, ডাঃ হামেরের ক্যাম্পারে আক্রান্ত তার প্রতিটি রোগীকে প্রশ্ন করেন। তিনি খুব বেশি 30 থেকে 40 শতাংশ প্রতিক্রিয়া আশা করছিলেন যা মানসিক ধাক্কা তে তাদের ক্যাম্পারের সূচনার সাথে যুক্ত করেছিল। তার বিস্ময়ের কথা কল্পনা করুন যখন তিনি দেখতে পেলেন যে সবাই বলেছে যে তারা আগের সপ্তাহ বা মাসগুলিতে ভুগছিল, একটি নির্মম এবং তীব্র ধাক্কা যা তাদের বাধা এবং অতিরিক্ত চাপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

1979 থেকে 1981 সালের মধ্যে হামেরের 6,500 ক্যাম্পার রোগীর সাক্ষ্য সংগ্রহ করেন। এই সাক্ষ্যগুলি থেকে এবং তিনি তাদের বিশ্লেষণ থেকে, তিনি আরও বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত গুলি টেনে আনেন যে তিনি 100% ক্ষেত্রে সেগুলি যাচাই করেন, যা তার আগে কখনও চিকিৎসাক্ষেত্রে ঘটেনি।

প্রথম উপসংহার: একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের ক্যাম্পার সর্বদা একই ধরনের মানসিক শক থেকে ফলাফল দেয়। একই অঙ্গ সর্বদা একই মানসিক অনুভূতির সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি তাকে অনুভূত শকগুলির সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্যাম্পারের একটি সুনির্দিষ্ট ম্যাপিং স্থাপন করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ডান হাতি মহিলার বাম স্তন ক্যাম্পার সর্বদা একটি শিশুর সাথে সম্পর্কিত নীড় সংঘাত, বাস্তব বা ভার্চুয়াল কারণে ঘটে। টেস্টিকুলার বা ডিম্বাশয়ের ক্যাম্পার হঠাৎ ক্ষতির দ্বন্দ্বের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, হাড়ের ক্যাম্পারের ক্ষেত্রে, এটি সর্বদা অবমূল্যায়নের একটি গুরুতর দ্বন্দ্বদ্বারা উদ্ভূত হয়।

দ্বিতীয় উপসংহার: তিনি মস্তিষ্কের স্ক্যানারে মানসিক আঘাতের কারণে অতিরিক্ত চাপের চিহ্নটি কল্পনা করতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি আবিষ্কার করেন যে প্রতিটি ধরনের শক সর্বদা মস্তিষ্কের একই এলাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সর্বদা একই অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। সে এটাই পরীক্ষা করে। আগের মতো একই উদাহরণে, নীড় দ্বন্দ্ব সঠিক পার্শ্বীয় সেরিব্রেলমে একটি ফোকাস হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে, মস্তিষ্কের অক্সিপিটাল অংশে ক্ষতির দ্বন্দ্ব, যখন মস্তিষ্কের মজ্জায় হাড়ের ক্যাম্পার। সুতরাং, মস্তিষ্কের স্ক্যানারের সুনির্দিষ্ট এবং যত্নসহকারে পরীক্ষা করা ডাঃ হামেরের নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে দেয় যে কোন অঙ্গটি ক্যাম্পারদ্বারা প্রভাবিত হয়।

তৃতীয় উপসংহার: সাইকিক শক, সেরিব্রাল জোন এবং আক্রান্ত অঙ্গের মধ্যে ট্রায়াজের এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলি কেবল প্রমাণ করে না যে রোগটি ঘটনাক্রমে ট্রিগার হয় না, তবে এর বিকাশ সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সেখান থেকে, হামেরের তার স্বেচ্ছাসেবক রোগীদের সাথে একটি নতুন থেরাপিউটিক পদ্ধতি পরীক্ষা করে। তার যুক্তি নিম্নরূপ: যদি একটি নির্মম শক একটি মর্মান্তিক মানসিক অনুভূতি তৈরি করে, এবং যদি এই অনুভূতি মস্তিষ্কে একটি রোগ নামে একটি জৈবিক প্রোগ্রামের শুরু শুরু করে, তাহলে যদি কেউ শকের উৎস পরিস্থিতি সমাধান করে, এবং অথবা যদি এর সাথে সম্পর্কিত মানসিক আঘাত সমাধান করা হয়, মস্তিষ্কের যৌক্তিকভাবে এই একই রোগের প্রত্যাবর্তনকে আদেশ এবং নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এটিই তিনি প্রায় পদ্ধতিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এইভাবে তিনি কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি বা সার্জারি ছাড়াই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ক্যাম্পারের টিউমারগুলির বিলুপ্তি, নেক্রোসিস বা প্রাকৃতিক বিভাজনের সাক্ষ্য হয়ে ওঠেন।

নিরাময়ের ক্ষেত্রে তার অনেক ইতিবাচক ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, গির্ড হামেরের জরুরীভাবে একটি পোস্ট-ডক্টরাল থিসিস লিখেছিলেন, যা তিনি অক্টোবর 1981 সালে টুয়েবিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের কাছে জমা দিয়েছিলেন। তার লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করা, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার নতুন ওষুধকে স্বীকৃতি দেওয়া, যাতে এটি জার্মানি এবং বিশ্বের সমস্ত মেডিকেল স্কুলে শেখানো যায়। তার লক্ষ্য হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়কে তার ফলাফল সরবরাহ করা যাতে সমস্ত রোগীর সুবিধার জন্য যত দ্রুত সম্ভব সেগুলি পরীক্ষা করা যায়। ডাঃ হামেরের তার থিসিসে একটি তত্ত্বের প্রথম চারটি জৈবিক আইন বর্ণনা করেছেন যা মোট পাঁচটি গণনা করবে, এবং তিনি সেই সময় নতুন ওষুধটি ডেকেছিলেন।

তার প্রথম আইন অপ্রয়োজনীয় এবং স্থায়ী সংযোগ স্থাপন করে, যা একটি শক সম্পর্কিত মানসিক অনুভূতির মধ্যে বিদ্যমান, সেরিব্রাল জোন যেখানে একটি ফোকাস পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং প্রভাবিত অঙ্গ সংশ্লিষ্ট। এই আইন, যা

আমরা কয়েক মুহূর্ত আগে কথা বলেছিলাম, **ক্যান্সারের লোহ আইন** হামেরের দ্বারা ডাকা হয়েছিল, কারণ তিনি এটিকে পদার্থবিজ্ঞানের আইনের মতো শক্ত বলে মনে করেন, একটি আইন যা কেবল তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করবে।

তার দ্বিতীয় আইন টি বর্ণনা করে কিভাবে ড্রায়ড সাইকি মস্তিষ্কের অঙ্গগুলির প্রতিটি স্তর দুটি স্বতন্ত্র পর্যায় অনুসারে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। সিম্প্যাথিকোটোনিয়া নামে প্রথম পর্যায়টি হ'ল যখন ব্যক্তিটি এখনও অতিরিক্ত চাপের মধ্যে থাকে। এই প্রথম পর্যায়ে মস্তিষ্কে হামেরের একটি ফোকাস দেখা যায় এবং রোগটি অঙ্গে স্থির হয়। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় যখন ব্যক্তি তার অতিরিক্ত চাপ ফেলে; হয় নাটকীয় পরিস্থিতি দূরভাবে সমাধান করে অথবা এর সাথে সম্পর্কিত মানসিক আঘাত নিরাময় করে। এই পর্যায়ে, যাকে ভ্যাগোটোনিয়া বলা হয়, মস্তিষ্কে হামেরের ফোকাস গ্লিয়াল তরল দিয়ে পূর্ণ হয়, এবং মেরামতের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি প্রভাবিত অঙ্গে প্রকাশিত হয়।

পেট বা যকৃতের ক্যান্সার হাড় বা স্বকের ক্যান্সারের মতো একইভাবে বিকশিত হয় না দেখে কৌতূহলী হয়ে হামেরের বুঝতে পারেন যে এই পার্থক্যগুলি একচেটিয়াভাবে প্রভাবিত যকৃতের অঙ্গের ভ্রূণগত উৎসের উপর নির্ভর করে। তিনি তার তৃতীয় আইনে এটাই বলেছেন যা আরেকটি নোবেল পুরস্কারকেও ন্যায়সঙ্গত করবে। তারপরে তিনি ক্যান্সার এবং রোগকে সেই অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করেন যে সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি এন্ডোডার্ম, পুরানো মেসোডার্ম, নতুন মেসোডার্ম বা এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত কিনা। এর জন্য ধন্যবাদ, এই শারীরবৃত্তীয় প্রকাশগুলিতে যা বিভ্রান্ত, জটিল এবং অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল তা একবারে উজ্জ্বল এবং সুসংগতভাবে সহজ হয়ে যায়।

ডঃ হামেরের তার চতুর্থ আইনে দেখিয়েছেন যে মেরামতের পর্যায়ে, যাকে তিনি ভ্যাগোটোনিয়া পর্যায় বলেন, মস্তিষ্ক বিশেষভাবে শরীরের জীবাণুগুলি ব্যবহার করে আক্রান্ত অঙ্গটিকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সহায়তা করে। উপরন্তু, তিনি আবিষ্কার করেন যে জড়িত জীবাণুর পছন্দ এলোমেলোভাবে ঘটে না। এন্ডোডার্ম থেকে অঙ্গযেমন পেট, যকৃত, অন্ত্র, স্তনগ্রন্থি বা ফুসফুসের জন্য, মস্তিষ্ক ছত্রাক, মাইকোব্যাকটেরিয়া এবং ব্যাসিলি ব্যবহার করে। তাদের মিশন: টিউমারগুলি বিচ্ছিন্ন, ডিকনস্ট্রাক্ট এবং দ্রবীভূত করে তাদের প্রাকৃতিক স্থানান্তরের অনুমতি দেয়। অন্যদিকে, হাড়, গনাদ, ধমনী বা স্বকের মতো এক্টোডার্মের ফলে সৃষ্ট অঙ্গগুলির জন্য, এটি ভাইরাস বা নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া যা ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুগুলি মেরামত, পুনর্নির্মাণ, পুনর্গঠনের জন্য একত্রিত করা হয়। অতএব, এই সহজ আইনের সাথে, ভাইরোলজি এবং ইমিউনোলজির মৌলিক বিষয়গুলি একটি নতুন দৃষ্টির জন্য জায়গা তৈরি করতে ভেঙে পড়ে যেখানে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসগুলি মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে শরীরকে পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

পঞ্চম আইন, তিনি কয়েক বছর পরে বলেন। তিনি এটিকে **কুইন্টাসেনের নিয়ম** বলে অভিহিত করেন কারণ এটি জীবনের এই প্রকাশগুলির গভীর অর্থ দেয় যাকে আমরা বলি: রোগ। এই আইন অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সাহসী, রোগটি প্রকৃতির একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রাম যা এমন একটি পরিস্থিতিতে জরুরী প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করে যেখানে জৈবিক বেঁচে থাকা বিপন্ন। অন্য কথায়, ডঃ হামেরের মতে, একটি নির্দিষ্ট অঙ্গে, একটি ক্যান্সার কোষ একটি স্বাভাবিক কোষের মতো ঠিক একই কাজ পূরণ করে তবে একটি অতি-দক্ষ উপায়ে। একবার বিপদ অপসারণ করা হয়ে গেলে, শরীরের আর অপারেশনের এই অতিরিক্ত-রিভিং মোডের প্রয়োজন নেই। মস্তিষ্ক প্রোগ্রামের প্রথম পর্যায়শেষ করে এবং তারপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে সুইচ করে: স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার, যেখানে টিউমারটি স্পষ্টতই অকেজো হয়ে যায়, অনুমানযোগ্য এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রক্রিয়া অনুসারে স্বাভাবিকভাবে নেক্রোজ বা এনসিস্ট।

যখন তিনি তার থিসিস জমা দেন, ডঃ হামেরের ক্যান্সার রোগীদের 6500 রেকর্ড থেকে 200 সম্পূর্ণ ফাইল সংযুক্ত করেন যা তিনি পর্যালোচনা করেছিলেন এবং অনুসরণ করেছিলেন। এটা নিশ্চিত যে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় তার কাজের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করা ছাড়া অন্যকিছু করতে পারবে না, যেহেতু তার সমস্ত ফাইল এই চারটি জৈবিক আইনের 100% বিবৃতিকে সমর্থন করে। এর জবাবে, টুয়েবিজেন বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ পড়তে এবং পরীক্ষা করতে অস্বীকার করে, যা বিজ্ঞানের জগতে একটি বিরল ঘটনা। 1986, 1992 এবং

2006 সালে দেওয়ানি আদালত আজ পর্যন্ত ৩ বার টুয়েবিঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা জানিয়েছে। এই আদেশ এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, 25 বছর পরে ডঃ হামেরের থিসিস বিবেচনা করতে এখনও সম্মত হয়নি। যাইহোক, 1992 সালে, হামেরের আইনজীবীর অনুরোধে, ডাক্তারদের আদেশ তার মূল পদ্ধতি দিয়ে হামেরের দ্বারা চিকিত্সা করা 6500 রোগীর বেঁচে থাকার হার পরীক্ষা করতে বাধ্য হয়। যেহেতু ফাইলগুলি অনুসন্ধান করা হয়েছে, তাদের পক্ষে এই সমস্ত লোকদের সন্ধান করা সহজ। ফলাফল বিস্ময়কর: হামেরের রোগীদের 92% ক্যান্সার নির্ণয়ের 5 বছরেরও বেশি সময় পরেও জীবিত ছিল। স্কুল মেডিসিনের অফিসিয়াল হার 5 বছর পরে সবেমাত্র 30% বেঁচে আছে।

1981 সাল থেকে, নতুন ঔষধ তত্ত্ব 100% বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে 28 বার চিকিৎসক এবং অক্সোলজিস্টস্বাধীন গ্রুপ দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, 1988 সালের ডিসেম্বরমাসে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়, অস্ট্রিয়ার অক্সোলজির পোপ প্রফেসর বার্কমায়ার ডঃ হামেরের চারপাশে আরও তিনজন ডাক্তারকে একত্রিত করেন এবং নতুন ঔষুধের পিতার সাত জন অজ্ঞাত রোগীর উপর 100% ক্ষেত্রে ক্যান্সারের আইন পরীক্ষা করেন।

1990 সালের মে মাসে বেলজিয়ামের নামুরে প্রায় 40 জন ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য অনুশীলনকারী হামেরের কাছে উপস্থাপিত সমস্ত রোগীদের উপর নতুন ঔষুধের সত্যতা পরীক্ষা করেন।

জুন 1992 সালে, জার্মানির ডুসেলডর্ফের মেডিসিন অনুষদে, অধ্যাপক এবং ডঃ স্টেমম্যান একটি মেডিকেল কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন যার সময় 24 টি কেস পরীক্ষা করা হয়েছিল; প্রতিটি ক্ষেত্রে 4 থেকে 5 টি রোগ রয়েছে। 24 টি ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত রোগগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল: ক্যান্সার, লিউকেমিয়া, মনোরোগ, মাল্টিপল স্কেলরোসিস, ডায়াবেটিস, এলার্জি, মৃগীরোগ, মস্তিষ্কের টিউমার, সংক্রামক রোগ, যক্ষ্মা এবং সারকোমা। এই শত রোগের মাধ্যমে, নতুন ঔষুধের আইন 100% ক্ষেত্রে যাচাই করা হয়েছিল।

1998 সালের সেপ্টেম্বরমাসে চেক প্রজাতন্ত্রের ব্রনাভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ডঃ হামেরেরকে মোট প্রায় ২০টি রোগের সাথে জড়িত সাতটি মামলার নতুন ঔষুধ আইনের তদন্তের জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রতিবার, সমস্ত বিজ্ঞানী যারা হামেরের আইন পরীক্ষা করতে সম্মত হয়েছিলেন তারা তাদের প্রাসঙ্গিকতা এবং সত্যতা সম্পর্কে ব্যতিক্রম ছাড়াই নিশ্চিত হন। আজ, শত শত ডাক্তার তাদের দৈনন্দিন অনুশীলনে এই পদ্ধতিকে সফলভাবে একীভূত করেছেন, কিন্তু তারা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন যাতে হামেরের মতো একই পরিণতি না হয়। কারণ, তার সময়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং বিশ্বাসকে বিঘ্নিত করা ঝুঁকিছাড়া নয়, যার থিসিসকে সমর্থন করার অপ্রাসঙ্গিক ধৃষ্টতা রয়েছে, সবার বিরুদ্ধে একটি। গ্যালিলিও এবং হামেরের উভয়ই এমন একটি এলাকায় একটি নতুন দৃষ্টান্ত প্রস্তাব করতে যা খরচ হয় তা অনুভব করেছেন, যেখানে ক্ষমতার পুরস্কার বিশাল।

1610 সালে গ্যালিলিও তাঁর দ্য সেলিস্টিয়াল মেসেঞ্জার বইটি প্রকাশ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গ্রহমণ্ডল এবং এটি পরিচালনাকারী আইনগুলির একটি নতুন দর্শন নিয়ে আসেন। বৈজ্ঞানিক জগতে বস্তুনিষ্ঠতা এবং পুনর্উৎপাদনশীলতার নিয়ম অনুযায়ী তার তত্ত্ব কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার সমস্ত অনুসন্ধান গাণিতিকভাবে প্রদর্শিত হতে পারে।

1981 সালে ডঃ হামেরের পোস্ট-ডক্টরাল প্রবন্ধটি ও রোগের বিবর্তন এবং নিরাময়ের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। বৈজ্ঞানিক জগতে বলবৎ একই নীতি অনুসারে তাঁর তত্ত্বও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পুনরুৎপাদনযোগ্য ছিল। তবুও 1616 সালের একটি আদেশ কোপারনিকাসের তত্ত্বের নিন্দা করে এবং গ্যালিলিয়ান তত্ত্বগুলিকে বোকা এবং মিথ্যা বলে ঘোষণা করে কারণ তারা পবিত্র বাইবেলের লেখার সাথে বেমানান। কিন্তু তিনি নিজেও চিন্তিত নন, তার কিছু প্রভাবশালী বন্ধুর হস্তক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ।

1981 সালে তার থিসিস জমা দেওয়ার পর সরাসরি হামেরের মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অক্সোলজি বিভাগ থেকে বের করে দেওয়া হয় যেখানে তিনি প্রধান। কিন্তু তাকে তার ব্যক্তিগত গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার,

তার রোগীদের একান্তে চিকিৎসা করার এবং অস্ত্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের মিডিয়াতে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

1633 সালে গ্যালিলিওকে তার সংলাপ প্রকাশের পর আবার ঘটনাস্থলে রাখা হয়: ইতিহাসের একজন পদার্থবিজ্ঞানীর প্রথম প্রচেষ্টা এবং যৌক্তিক যুক্তির মাস্টারপিস। তাকে তদন্ত ট্রাইব্যুনালে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পবিত্র অফিস দ্বারা বিচার করা হয়। জর্ডানো ব্রনোর মতো পরিণতি ভোগ না করার জন্য যাকে বস্তুবাদ এবং বিশ্বের বহুত্বের উপর তার কাজের কারণে জীবিত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গ্যালিলিও তার তত্ত্বগুলি প্রত্যাহার করে নেয় এবং হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চায়। এটা ছিল 16 জুন, 1633।

1986 সালে, তার বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় কে অস্বীকার করার মুখে, আদালত হামেরেকে বিপজ্জনক এবং উন্মাদ হিসাবে বিবেচনা করে তার চিকিৎসা অনুশীলনের অধিকার থেকে সরিয়ে দেয়।

1986 এবং 1996 এর মধ্যে, হামেরের মনোরোগ-সংক্রান্ত কারাবাসের চারটি প্রচেষ্টা থেকে অল্পের জন্য পালিয়ে যান।

1997 সালের মে থেকে 1998 সালের মে মাসের মধ্যে তিনি তিন রোগীকে তথ্য প্রদানের জন্য কোলন কারাগারে বন্দী হন, যখন তার আর ডাক্তারের লাইসেন্স ছিল না।

2004 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2006 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি ফ্লেউরি মেরোগিস-এ বন্দী ছিলেন, ওশুধের অবৈধ অনুশীলনে উস্কানি দেওয়ার জন্য।

বেশ কয়েকবার, চিকিৎসা আদেশ এবং দেওয়ানি আদালত ডঃ হামেরের তার তত্ত্ব গুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। গ্যালিলিওর মতো তিনি কখনও হাঁটু গেড়ে বসতে রাজি হননি, এবং তিনি সবকিছু হারিয়েছিলেন: তার কর্মজীবন, তার খ্যাতি, তার সম্পদ, চিকিৎসা অনুশীলনের অধিকার এবং এমনকি 1985 সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া তার স্ত্রীর জীবন।

অনুসন্ধানটি মৃত নয়। এটি কেবল আকার এবং মুখ পরিবর্তন করেছে। গ্যালিলিও তার জীবনের শেষ 9 বছর অন্ধ ভাবে শেষ করবেন, এবং ফ্লোরেন্স অঞ্চলের একটি বাসভবনে বন্দী থাকবেন।

মার্চ 2007 পর্যন্ত স্পেনের দক্ষিণে আশ্রয় নেওয়ার পর ডঃ হামেরের ইউরোপ থেকে অনেক দূরে একটি গোপন গন্তব্যে আবার পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। যাই হোক না কেন, ফ্রান্সে বা জার্মানিতে পা রাখা বা প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়া থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে কিছুদিন হয়ে গেছে।

এটা 1983 পর্যন্ত ছিল না, 350 বছর পর, ক্যাথলিক চার্চ দ্বিতীয় জন পলের কর্তৃত্ব দ্বারা স্বীকৃত, গ্যালিলিওর বিচারে তার ত্রুটি। ডঃ হামেরের আবিষ্কারের সাথে তার ভুলটি চিনতে বৈজ্ঞানিক বিশ্বের কত সময় লাগবে?

হামেরের চিন্তা: আর কেন আমার এই জ্ঞান থাকবে এবং সে, পাশের ভদ্রমহিলা, সেখানকার লোকটিকে অবশ্যই মরতে হবে? কেন সে, তাকে অবশ্যই রসায়ন গিলতে হবে যতক্ষণ না সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, যতক্ষণ না সে শেষ পর্যন্ত মারা যায়? এটা স্বাভাবিক নয়।

গ্যালিলিওতে, হামেরের মতো, কেউ ভাবতে পারে কেন একটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিতর্ক সম্ভব নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে পবিত্র কার্যালয়ের প্রেরণা ছিল বাইবেলকে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে রাখা। সর্বোপরি, খ্রীষ্টানদের কুসংস্কারের পক্ষে অজুত তার অবস্থায় রাখা এবং সমস্ত বৈজ্ঞানিক আইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বরিক আইনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা প্রয়োজন ছিল। কোপারনিকাস, কেপলার এবং গ্যালিলিও এই আলোচনার অংশ, যাকে রেনেসাঁ বলা হত এবং যা মানুষকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল এবং আর ঈশ্বর নয়। পৃথিবীকে সূর্যের কক্ষপথে প্রদক্ষিণকারী গ্রহের সহজ মর্যাদায় নামিয়ে দিয়ে, তারা একই সময়ে পৃথিবীর পরিধিতে ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট এবং নির্বাচিত গ্রহটিকে অবনমিত করে। আদর্শগত এবং ক্ষমতার কারণে, এই অবস্থান গির্জার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

বিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞানীদের এমন কাজগুলি পরীক্ষা করতে অস্বীকার করার অনুপ্রেরণা কী হতে পারে যা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারে? এটি কি উপলব্ধি করে মুখ হারানোর ভয় হতে পারে যে তারা কতটা দৃঢ়ভাবে বিবৃতিগুলি নিশ্চিত করেছে যা শেষ পর্যন্ত কেবল যাচাই করা হয়নি এমন অনুমান ছিল? এটি কি একেজো হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে কারণ জিনগত প্রক্রিয়াগুলি বোঝার বা ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য একটি ভ্যাকসিন খুঁজে বের করার আর কোনও প্রয়োজন নেই? এটি কি মেডিকেল-ফার্মাসিউটিক্যাল কমপ্লেক্সের চাপ হতে পারে যার এই সত্যে কোনও আগ্রহ নেই যে ক্যান্সার কে খুব সহজেই এবং অতিরিক্ত আর্থিক বা জৈবিক ব্যয় ছাড়াই নিরাময় করা যেতে পারে? এটা সত্য যে প্রতিটি ক্যান্সার রোগী গড়ে \$180,000 সিস্টেমে ফিরিয়ে আনে। অথবা এটা কি কেবল রোগীদের তাদের ক্যান্সারের কারণ হওয়া দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করতে শেখার মাধ্যমে তাদের নিজের নিরাময় প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী হতে দেখে ক্ষমতা হারানোর ভয় হবে?

গ্যালিলিওর দোষ হল মানুষকে বিশ্বের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা। হামেরের দোষ হ'ল মানুষকে তার পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রে রাখা। উভয় ক্ষেত্রেই, ব্যক্তিকে ক্ষমতা ফেরত দেওয়া ভাল নয়, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির জন্য তারা যাই হোক না কেন। বিজ্ঞানে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো যেখানে ক্ষমতার সমস্যা শক্তিশালী, সেখানে একমাত্র ব্যক্তি হওয়া ভাল নয় যিনি সবার বিরুদ্ধে সঠিক। গ্যালিলিও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তৈরি করেছিলেন। 350 বছর পরে, ডক্টর রাইক গের্ড হামেরের এখনও এই অভিজ্ঞতা করছেন যখন এই প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছে।

আজও, শুধুমাত্র জার্মানিতেই, প্রতিদিন 1500 জন ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষ তাদের সহ্য করা নৈতিক ও শারীরিক কষ্টের প্রকৃত বিকল্প না দিয়ে মারা যায়। **[গল্পের শেষে]**

3- উপসংহার

আপনি এই মাত্র যা পড়েছেন, আপনি আরও সহজে বুঝতে পারেন যে তথাকথিত প্রচলিত ওষুধকে ফৌজদারি ওষুধ হিসাবে বর্ণনা করা কোনওভাবেই মানহানি নয়। আপনি কেবল দুঃখজনক বাস্তবতার মুখোমুখি হন। তথাকথিত প্রচলিত ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী অপরাধী মাফিয়াদের অপরাধের সমস্ত প্রমাণ রয়েছে। এই শিক্ষাকে অস্বাভাবিক না করার জন্য, আমরা আপনাকে **"অসুস্থতা এবং পুষ্টি"**, **"ভ্যাকসিন: একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষ"**, এবং **"এইডস সম্পর্কে সত্য"** শিরোনামের নিবন্ধগুলি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি তাদের ওয়েবসাইটে পাবেন www.mcreveil.org, স্বাস্থ্য শিরোনামে।

ডঃ হামেরের যদি একজন আফ্রিকান বা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ হতেন, তাহলে কেউ ভাবতেন যে তার তাড়না তার স্বকের রঙের সাথে সম্পর্কিত হবে। তিনি আফ্রিকান নন, এবং তিনি কালো চামড়ার মানুষ নন। তিনি সাদা; তিনি জার্মান; তিনি ইউরোপীয়। তাহলে খুব ভাল করে বুঝুন যে, যে রাফসরা অপরাধমূলক ওষুধ পরিচালনা করে, যাকে আপনি প্রচলিত ওষুধ বলেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সঙ্গে স্বকের রঙের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি বরং একটি যুদ্ধ যা শয়তান এবং তার দালালরা পৃথিবীর বাকি মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

এই নিবন্ধটি, আমরা ইতিমধ্যে আপনার কাছে উপলব্ধি করা অনেকের মতো, প্রমাণ করে এবং নিশ্চিত করে যে প্রচলিত ওষুধ টি একটি সম্পূর্ণ অপরাধমূলক ওষুধ, যা নিরাময় বা নিরাময়ের উদ্দেশ্যে নয়, বরং হত্যা করার উদ্দেশ্যে করা হয়। এই কারণেই নিরাময় কারী সমস্ত ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়, এবং অসুস্থদের নিরাময়ের দিকে কাজ করা সমস্ত ডাক্তারদের মেডিকেল রেজিস্ট্রার থেকে বাদ দেওয়া হয়, এবং তাদের লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হয়। কাউকে খুন করা হয়, কাউকে জেলে পাঠানো হয়, কাউকে অনুশীলন করতে নিষেধ করা হয়।

যখনই কেউ সি ওষুধের সংগঠিত অপরাধ এবং এর ঘৃণ্য অনুশীলনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সাহস দেখায়, তখন তার হত্যা দ্রুত সংগঠিত হয়। ইন্টারনেটে একটু গবেষণা করুন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে যারা ভ্যাকসিন বা প্রচলিত ওষুধ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কার্টেলের অন্যান্য মিথ্যার নিন্দা করেছেন তাদের অনেকেই উদ্ভট পরিস্থিতিতে মারা গেছেন। যখনই তাদের হত্যা করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে আলহতয়ার অভিযোগ আনা হয়।

এই প্রেতরা যারা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিনিয়ন্ত্রণ করে তাদের প্রস্তাবিত ওষুধগুলি আমাদের রোগ নিরাময়ের ওষুধ নয়, বরং আমাদের রোগের দ্বারা বন্দী রাখার জন্য বিষ, এবং পরে আমাদের হত্যা করে। লুসিফেরিয়ানরা যারা এই ফার্মাসিউটিক্যাল-রহস্যময় কার্টেলগুলি থেকে লাভ বানাতে পারে, তারা কখনও পুরুষদের ভাল করার দিকে কাজ করেনি। এই কারণেই, আমরা অনেকেই কখনই অসুস্থ হব না জেনে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে রোগের পরিকল্পনা করে, এমন ভ্যাকসিন আরোপ করে যা বিষ ছাড়া আর কিছুই নয় যা পরে আমাদের অসুস্থ করে তুলবে। এবং আপনি অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথে, আপনি তাদের তৈরি বিষাক্ত ওষুধের দিকে ফিরে যান। এবং এর ফলে মৃত্যু হয়, এই বিষের ওষুধগুলিতে আমাদের কাছে থাকা সামান্য অর্থ ব্যয় করার পরে। এটাই বাস্তবতা।

যেহেতু তারা সমস্ত অসুস্থদের হত্যা করতে চায় এবং চায় না যে কেউ পালিয়ে আসুক, তারা নিরাময়ের অন্য কোনও উপায় বন্ধ করে দেয়, এবং বিশ্বকে বলে যে একমাত্র ওষুধটি স্বীকৃত এবং গৃহীত তাদের নিজস্ব ওষুধ, যাকে তারা প্রচলিত ওষুধ বলে। তাদের মতে, অন্যান্য সমস্ত ওষুধ **অবৈধ**, এবং ডাক্তাররা যারা রোগীদের সমাধান দেওয়ার সাহস দেখান যা নিরাময় করে তারা উপরে বর্ণিত ভাগ্যভোগ করে। অর্থাৎ, তাদের হয় হত্যা করা হয়, আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করা হয়, অথবা অনুশীলনের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মেডিকেল রেজিস্ট্রারকে আঘাত করা হয়।

ঔষধ গণধ্বংসের অস্ত্র হয়ে উঠেছে, এবং মাদক দ্রব্য এই খুনিদের জন্য ব্ল্যাকমেইল এবং ভীতি প্রদর্শনের একটি প্রকৃত বিষয় হয়ে উঠেছে। আপনি 2010 সালে আপনাকে যা ব্যাখ্যা করছি তার প্রদর্শন দেখেছেন, যখন এই বিশ্বের এই স্কিঞ্জোফ্রেনিক মহান নেতারা কোট ডিআইভরিতে রাষ্ট্রপতি লরেন্ট জিবাগবোর বিরুদ্ধে তাদের অভ্যুত্থানে সফল হতে চেয়েছিলেন। আমরা এই জঘন্য দৃশ্যটি সরাসরি এবং বিশ্বব্যাপী অনুভব করেছি।

কথিত গণতান্ত্রিক ও সভ্য জাতির তথাকথিত নেতারা, তাদের ভিত্তি এবং অত্যন্ত হতাশায়, সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে তাদের ওষুধ, যা তারা প্রচলিত, আইনগত ইত্যাদি হিসাবে উপস্থাপন করতে পছন্দ করে, একটি অপরাধমূলক ওষুধ, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্য এবং দুর্বলতমদের দাসত্বের একটি হাতিয়ার। তারা কেবল অশ্লীল অপরাধী, খুনি এবং আইনবিরুদ্ধ ব্যক্তি তা নিশ্চিত করার জন্য, তারা কোত দিভোয়ারের গন্তব্যে মাদকদ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অসম্মানজনক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোন অবিবেচক এবং লজ্জা ছাড়াই।

এটা হাসিতে পরিপূর্ণ যে এই বদমাশরা বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যমেঘোষণা করেছে যে তারা কোট দিভোয়ারে 30 মিলিয়নেরও বেশি আফ্রিকানকে গণহত্যার আদেশ দিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা কোন ওষুধ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যারা সর্বদা আপনাকে বাঁচাতে চাওয়ার অজুহাতে আপনার উপর ওষুধ এবং অন্যান্য ভ্যাকসিন চাপিয়ে দেয়, আপনাকে তাদের আসল মুখ গুলি দেখায় এবং তাদের ওষুধের আসল উদ্দেশ্য টি আপনার কাছে প্রকাশ করে। আপনি এখন তাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারেন যারা অপরাধমূলক ওষুধের পিছনে লুকিয়ে আছে যাকে ভুলভাবে প্রচলিত ওষুধ বলা হয়, এবং আপনি আরও সহজে বুঝতে পারেন যে এই ওষুধটি আসলে কী করে। আমি কি আপনাকে আরও কিছু বলতে চাই?

ওষুধের উপর তথাকথিত সভ্য নেতাদের দ্বারা আরোপিত এই নিষেধাজ্ঞার শিকারদের মধ্যে পুরুষ, মহিলা, বয়স্ক মানুষ, শিশু, শিশু, গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যপান করানো মহিলা, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি ছিল। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে সভ্য নেতা, গণতন্ত্রের পাঠদাতা এবং জঘন্য এবং প্রাণীদের অধিকার, বিনামূল্যে ভ্যাকসিন আরোপকারী এবং সভ্যতার অন্যান্য তথাকথিত প্রমাণসহ বিভিন্ন অধিকারের শিক্ষকরা, কোনও ধিক্কারর পরোয়া করেননি।

বৈধতার ধারণা সম্পর্কে কিছুটা কথা বলা যাক। এই সাপগুলি, যারা মনে করে যে তারা দেবতা, তারা আপনাকে তাদের ওষুধটি বৈধ বলে বলে। কিসের তুলনায় বৈধ? আপনার নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই ভগ্নরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে তাড়া করে, কারাগারে বন্দী করে, এমনকি ডাঃ হামেরের মতো প্রকৃত মানবিক ডাক্তারদের হত্যার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে তা হ'ল তাদের বিরুদ্ধে ওষুধের "**অবৈধ**" অনুশীলন অনুশীলন বা উৎসাহিত করার অভিযোগ আনা। আপনাকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করার জন্য সহজ প্রশ্নটি হ'ল এই লোকেরা কারা যারা আপনাকে নিজেকে ভালবাসার চেয়ে বেশি ভালবাসে বলে মনে হয়? এগুলি প্রতারক যা ধারণা দেয় যে তারা আপনাকে আপনার নিজের ভালবাসার চেয়ে বেশি ভালবাসে। তারা আপনাকে এতটাই ভালবাসে যে তাদের ওষুধ

আপনার উপর চাপিয়ে দেওয়া তাদের উপর নির্ভর করে, যা তারা আইনী হিসাবে যোগ্যতা অর্জনের অধিকার দাবি করে। **কিসের তুলনায় বৈধ?**

একটা জিনিস আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর বা না কর, এটা প্রতিষ্ঠিত যে, ঈশ্বর আছেন। আর তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর বা না কর, সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ডারউইনের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ব্যতীত যিনি বানর থেকে নেমে এসেছেন। যিনি নভোমন্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা ঈশ্বর, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি পুরুষদের উপর সমস্ত ক্ষমতা রাখেন, তিনি তাদের উপর কিছুই চাপিয়ে দেন না। যদিও এই ঈশ্বর আমাদের কাছে অনন্ত নরক বা চিরন্তন জান্নাতের কথা বলেন, কিন্তু পৃথিবীতে জীবনের পর জীবন যাপনকারী প্রত্যেক মানুষের জন্য একমাত্র বিকল্প হিসেবে তিনি আমাদের উপর কিছু চাপিয়ে দেন না। তিনি আমাদের কাছে জান্নাতের অনন্ত সুখ এবং জাহান্নামের অনন্ত যন্ত্রণা উপস্থাপন করেন, কিন্তু কিছু চাপিয়ে না দিয়ে আমাদের পছন্দ ছেড়ে দেন।

যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আমাদের উপর সমস্ত ক্ষমতা ধরে রেখেছেন, তিনি যদি আমাদের পছন্দ করার জন্য মুক্ত রাখেন, যারা নিজেদের কে স্রষ্টা ঈশ্বরের উপরে রাখে, এবং আমাদের উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার এবং আমাদের জায়গায় আমাদের পছন্দ করার অধিকার নিজেদের কাছে চাপিয়ে দেয়? আপনি কি এটি অযৌক্তিক বলে মনে করেন না? বাইবেল আমাদের বলে দ্বিতীয় বিবরণ 30:19 "... তোমরা জীবন বা মৃত্যু বেছে নিতে পারো। প্রথমটি মনোনীত করলে তোমরা আশীর্বাদ পাবে। যদি তোমরা অপরটি মনোনীত কর তাহলে আসবে অভিশাপ। সুতরাং জীবন মনোনীত কর, তাহলে তোমরা এবং তোমাদের সন্তানরা বাঁচবে।" ঈশ্বর, যিনি অনন্ত জীবনের আনন্দ এবং অনন্ত আগুনের ভয়াবহতা জানেন, তিনি আমাদের অনন্ত সুখ বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিতে পছন্দ করেন, কিন্তু আমাদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে। এটা কি করে যে কিছু ভূত আমাদের কাছ থেকে পছন্দের স্বাধীনতা কে জব্দ করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করে যা স্রষ্টা ঈশ্বরের চোখে এত মূল্যবান?

এই পাগলামির অবসান ঘটানোর সময় কি এখন নয়? আপনি যদি ঈশ্বরকে না বলতে সক্ষম হন, যখন আপনি তাকে হ্যাঁ বলার মাধ্যমে সবকিছু লাভ করতে পারেন, তাহলে পুরুষদের কাছে কেন আপনি না বলতে অক্ষম? মনে রাখবেন যে আপনার স্বাস্থ্য অবশ্যই আপনার উপর নির্ভর করবে, এবং আপনি একা। আপনি যদি অসুস্থ হন, তাহলে কোথায় চিকিৎসা করা হবে, এবং কোন ওষুধ বা ওষুধ গ্রহণ করতে হবে তা বেছে নেওয়া আপনার উপর নির্ভর করে, যদি আপনি সেগুলি চান। আপনার জন্য আইনী ঔষধ হল আপনি আইনী মনে করেন, অর্থাৎ, যা আপনার চোখে এবং আপনার রায় অনুযায়ী বৈধ, এবং অন্য কেউ আপনার উপর আইনী হিসাবে চাপিয়ে দেয় না। এখন যেহেতু আপনি খুব ভাল ভাবে জানেন সি মেডিসিন কী, অর্থাৎ ক্রিমিনাল, বা প্রচলিত, বা কেমিক্যাল, আপনি একটি অবহিত পছন্দ করবেন।

**যাঁরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অশেষ ভালবাসায় ভালবাসে,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের সকলের সঙ্গে থাকুক!**

আমন্ত্রণ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনি যদি নকল গির্জা থেকে পালিয়ে যান এবং জানতে চান যে আপনার কী করা দরকার, তাহলে এখানে আপনার কাছে দুটি সমাধান উপলব্ধ:

1- দেখুন, তোমাদের চারপাশে ঈশ্বরের কিছু সন্তান আছে কি না, যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং সত্য শিক্ষা অনুসারে বাঁচতে চায়। আপনি যদি কোনও খুঁজে পান তবে নির্বিধায় তাদের সাথে যোগ দিন।

2- আপনি যদি একটি খুঁজে না পান এবং আমাদের সাথে যোগ দিতে চান তবে আমাদের দরজা আপনার জন্য উন্মুক্ত। একমাত্র জিনিস যা আমরা আপনাকে করতে বলব তা হ'ল প্রথমে প্রভু আমাদের দেওয়া সমস্ত শিক্ষাগুলি পড়ুন, এবং যা আমাদের ওয়েবসাইটে www.mcreveil.org রয়েছে, নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্য যে তারা বাইবেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যদি আপনি তাদেরকে বাইবেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন এবং যীশু খ্রীষ্টের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত হন এবং তাঁর বাক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বেঁচে থাকতে চান, আমরা আপনাকে আনন্দের সাথে স্বাগত জানাব।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক!!